ডিস্‌কভারি ডে

প্রদীপ দেব

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকেই। ঝড়ো ঠান্ডা হাওয়ার তেজও কম নয়। সূর্য মিনিট পাঁচেকের জন্য দেখা দিয়ে মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। মেলবোর্নের আবহাওয়া সম্পর্কে বদনাম আছে - একটা দিনের মধ্যে চারটা ঋতুই দেখা যায় এখানে। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি শীত যেন মরণ কামড় দিয়ে যাচ্ছে যাবার আগে। রোববার, ছুটির দিন। ঘরের ভেতর কম্বলের উষ্ণতায় আরামে শুয়ে থাকার প্রচন্ড সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা করছিলো না বলে এলার্ম বাজার পরেও মট্‌কা মেরে পড়ে আছি।

এমন সময় দরজায় ঠক্ ঠক্।
- প্রাডিব, প্রাডিব্, ইওর ফোন।

ফিলিপের বাজখাই গলা। এই লোকটা মনে হয় চিৎকার না করে কথা বলতে পারে না। উঠতেই হলো। ফিলিপের বসার ঘরে টেলিফোন। তার টেলিফোন কেউ ব্যবহার করুক সেটা তার পছন্দ নয়। এই নাম্বার আমি কাউকে দিইও না। কে ফোন করলো এত সকালে? ভাবতে ভাবতে বসার ঘরে গিয়ে ফোন ধরলাম। ফিলিপের নতুন গার্ল ফ্রেন্ড প্রায় নগ্ন হয়ে এলোমেলো ভাবে শুয়ে আছে সোফায়। আমাকে দেখেও কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তার। টেলিফোনটা সোফার কাছেই। সাদা চামড়ার লোকদের ভদ্রতা জ্ঞানের প্রতি আমার ভক্তিটা প্রবল ছিলো বলে নিজের উপরই রাগ হচ্ছে এখন। টেলিফোনের ওপারে ট্রেসি। রাগটা বেড়ে গেলো আরো এক ডিগ্রি।

ট্রেসির অসহিষ্ণু গলা,
- হ্যাই, চলে এসো এখুনি। দশটায় ওপেনিং। অথচ তুমি এখনো ঘরে বসে - -।
একনাগাড়ে বলে যাচ্ছে সে।
- আমি এখনি আসছি।

বলেই লাইন কেটে দিলাম। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে আরো। রিসিভার রেখে ফিরে আসার সময় পা লেগে গেলো ফিলিপের ভীষণ দর্শন গার্লফ্রেন্ডের পায়ের সাথে। আমার মনে হলো ইচ্ছে করেই সে লাথি দিয়েছে আমাকে। মেজাজ খারাপ হচ্ছে তো হচ্ছেই। ট্রেসি নামের ভীষণ মোটা মেয়েটার মাথাটাও খুব মোটা বলে মনে হচ্ছে। দশটায় মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির ডিসকভারি ডে'র ওপেনিং। আর সে এই ঝড়বাদলের দিনেও সকাল আটটায় ডিপার্টমেন্টে হাজির। কাউকে না দেখে হয়তো একে একে লিস্টের সবাইকেই ফোন করতে শুরু করেছে।

রাগে গজ গজ করতে করতে রেডি হলাম। এই ঝড়বৃষ্টিতে কে আসবে ডিসকভারি ডে'র প্রোগ্রাম দেখতে। ডিপার্টমেন্টে যদি আজ দায়িত্বটা না থাকতো আমিও যেতাম না। ভাবতে ভাবতে আর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ইউনিভার্সিটির চার নাম্বার গেটের কাছে এসে অবাক হয়ে গেলাম। ট্রাম টার্মিনালে হাজার হাজার মানুষ নামছে ট্রাম থেকে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী আর তাদের অভিভাবকই বেশি। ডিসকভারি ডে মূলত স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তাদের সংখ্যা দেখে মনে হচ্ছে ঝড়বৃষ্টি খারাপ আবহাওয়া এগুলো কোন ফ্যাক্টরই নয়। নানা রঙের, নানা রকমের ছাতা আর রেইন কোট সহ মানুষগুলোকে দেখতে খুব ভালো

লাগছে।

দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে ডিসকভারি ডে বা ডি ডে'র গুরুত্ব অনেক এখানে। অস্ট্রেলিয়ান এডুকেশন ফেডারেল ইস্যু নয়, স্টেট ইস্যু। তাই রাজ্য সরকার বা স্টেট গভর্নমেন্টের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয় স্কুল শিক্ষা। বিভিন্ন স্টেটের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছুটা পার্থক্য থাকে সেজন্যই। ভিক্টোরিয়া স্টেটের স্কুল শিক্ষা মোট বারো বছরের। বারো বছর স্কুল শিক্ষার পরে ছাত্রছাত্রীরা প্রথম যে সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বসে তার নাম ভি-সি-ই বা ভিক্টোরিয়ান সার্টিফিকেট অব এডুকেশন। এই ভি-সি-ই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায় ছাত্রছাত্রীরা।

ছাত্রছাত্রীদের স্কুলশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে ভিক্টোরিয়ান টারসিয়ারি এডমিশান সেন্টার বা ভিট্যাক (ভি-টি-এ-সি)। ভিট্যাক ভিক্টোরিয়া স্টেটের সবগুলো স্কুলে টারসিয়ারি এডুকেশন এপ্লিকেশন ফরম পাঠায়। দ্বাদশ বর্ষের সকল ছাত্রছাত্রীরা তাদের ফরমে কোন্ ইউনিভার্সিটিতে এবং কোন্ কোর্সে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তার অপশন পূরণ করে। এই অপশন পূরণ করতে হয় তাদের ভি-সি-ই পরীক্ষা হবার আগে। সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই এই ফরম পূরণ করে পাঠাতে হয়। কোন্ ইউনিভার্সিটি এবং কোন্ কোর্সের অপশন তারা পূরণ করবে তা ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কার্যক্রম নিজের চোখে দেখে যেন ঠিক করতে পারে সেজন্যই এই ডিস্কভারি ডে'র আয়োজন।

ভিক্টোরিয়া স্টেটের সবগুলো ইউনিভার্সিটি যে যার মতো ডিসকভারি ডে'র আয়োজন করে আগস্ট আর সেপ্টেম্বর মাসের রোববার গুলোতে। এমন ভাবে তারিখ ঠিক করা হয় যেন একদিনে দুটো বড় ইউনিভার্সিটির ডিস্কভারি ডে না হয়। ডিস্কভারি ডে'তে ছাত্রছাত্রীরা মেতে ওঠে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন আবিষ্কারে। এদিনে তারা নিজেদের চোখে দেখে তাদের ভালো লাগা, ভালো না লাগা। সব দেখেশুনে তারা ঠিক করে কোন্ ইউনিভার্সিটি হবে তাদের প্রথম পছন্দ। কোন বিষয় তারা কেন পড়বে, ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের কোন্ কোন্ বিষয় কী কাজে লাগবে। কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করলে নিজের ইচ্ছা মতো উচ্চশিক্ষার শেষ ধাপে যাওয়া যাবে। অথবা মনে মনে যে পেশাকে বেছে নিতে চাচ্ছে তা পূরণ করতে হলে ভবিষ্যতে তাকে কোন্ কোন্ কোর্স নিতে হবে সব তথ্য তারা একদিনে পেয়ে যায়।

বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কোর্স দেখে শুনে মনস্থির করে ছাত্রছাত্রীরা ভিট্যাক ফরম পূরণ করে পাঠায়। নভেম্বরে ভি-সি-ই পরীক্ষা হয় আর ডিসেম্বরে রেজাল্ট বেরিয়ে যায় পরীক্ষার। রেজাল্টা আশানুরূপ না হলে তারা ভিট্যাক ফরমের অপশন চেঞ্জ করার সুযোগ পায় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করে। ভিট্যাক থেকে ভি-সি-ই পরীক্ষার রেজালট প্রত্যেক ইউনিভার্সিটির এডমিশান ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঐ রেজালটের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের কাছে অফার লেটার পাঠানো হয় জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে। ফাস্ট ইয়ারের ওরিয়েন্টেশান শুরু হয় ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে। ক্লাস শুরু হয় ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চের শুরুতে। ইউনিভার্সিটি জীবনে প্রবেশের কি-পয়েন্ট হলো এই ডিসকভারি ডে।

ইউনিভার্সিটির প্রায় সবগুলো বিলডিং এর গায়ে ঝুলছে "ডিসকভারি ডে", "ওয়েলকাম টু মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি" লেখা বিশাল বিশাল ব্যানার। ইনফরমেশান সেন্টার খোলা হয়েছে পার্কভিল ক্যাম্পাসের চৌদ্দটা গেটের প্রায় সবগুলোর কাছে একটা করে। সেখান থেকে বিলি করা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির ম্যাপ, ইউনিভার্সিটির মনোগ্রাম আঁকা ব্যাগ। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের লিফ্লেট, প্রস্পেক্টাস ইত্যাদি রাখার জন্য এই

ব্যাগ খুব উপকারী। দেয়া হচ্ছে ডিসকভারি ডে'র বিভিন্ন প্রোগ্রামের তালিকা ছাপানো পুস্তিকা। স্টুডেন্ট ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা হলুদ, কমলা, নীল রঙের পোশাকে সেজে পথ দেখাচ্ছে তাদের উত্তরসুরীদের। তাদের বুকে পিঠে লেখা "ইউ লস্ট!!", "জাস্ট আস্ক মি", "নিড হেল্প?" ইত্যাদি। হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে তারা পথ দেখাচ্ছে, চিনিয়ে দিচ্ছে ক্যাম্পাসের অলিগলি।

ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের এবছরের থিম "লুক, ফিল, টাচ, লার্ন"। বাংলা করলে দাঁড়াবে এরকম, "চেয়ে দেখো, বুঝে দেখো, ছুঁয়ে দেখো আর শেখো"। আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টরা পালাক্রমে আগামীদিনের ফিজিক্স স্টুডেন্টদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, দেখাচ্ছি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রোটন মাইক্রোপ্রোব, আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাম্প্রতিক আবিষ্কার 'মাইন ডিটেক্টর'। প্রতি তিরিশ মিনিট পরপর এক একটা টিমকে নেয়া হচ্ছে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের মেইন ল্যাব - আন্ডারগ্রাউন্ডে। স্কুলের বড় ক্লাসের এসব ছাত্রছাত্রীদের চোখে মুখে আগ্রহ, উৎসাহ, কৌতূহল দেখতে খুব ভালো লাগছিলো।

দুপুর বারোটায় ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের লেবি থিয়েটারে "ইট'স নট ম্যাজিক, ইট'স ফিজিক্স ইন অ্যাকশান" শিরোনামে যে ডেমোনেস্ট্রেশান হলো তাতে উপচে পড়া ভীড়। প্রফেসর রজার দেখিয়েছেন কিছু ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ক যা মূলত ফিজিক্সের বিভিন্ন সূত্রের প্রয়োগ। স্পেশাল লাইট ইফেক্ট ব্যবহার করে কীভাবে মানুষকে শূন্যে ভাসমান দেখানো যায়, ডিসটরটেড মিররে কীভাবে নিজের চেহারা নিজের কাছেই অপরিচিত হয়ে ওঠে তা দেখতে দেখতে অনেকেই ফিজিক্সের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে।

ডিপার্টমেন্টে আমার শিফ্ট শেষ হবার পরে বেরোলাম ক্যাম্পাসের অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট আর ফ্যাকালটি ঘুরে দেখতে। মেডিকেল ফ্যাকালটিতে ভীষণ ভীড়। এদেশে ডাক্তারী পড়তে চাইলে অত্যন্ত মেধাবী হতে হয়। ভি-সি-ই তে শতকরা ৯৫ ভাগ নাম্বার না পেলে মেডিকেলে পড়ার চিন্তাও করা যায় না। মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হতে পারাটা তাই ভালো ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্নের ব্যাপার। বড় বড় প্রফেসররা বিভিন্ন কোর্সের বর্ণনা দিচ্ছেন। শরীরের অলিগলি দেখানো হচ্ছে এনাটমি মিউজিয়ামে। ফিজিওলজিতে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে শরীরের এক একটা কোষের গঠন এবং তাতে কীভাবে অনুজীব আক্রমণ করে দেখে শিহরিত হলাম। তারপর গেলাম ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকালটিতে। জিওমেটিক্স ডিপার্টমেন্টে ত্রিমাত্রিক চশমা চোখে দিয়ে দেখলাম মেলবোর্ন সিটি সেন্টার। ক্যাম্পাসের বিশটা লাইব্রেরির সবগুলোই আজ খোলা। শুধুমাত্র একবার হেঁটে আসতেও ঘন্টা খানেক লেগে যায়। উইল্‌সন হলে ইউনিভার্সিটি এডমিনস্ট্রেশানের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টই তাদের তথ্যভান্ডার নিয়ে এসেছে আজ।

আমাদের দেশে প্রশাসনিক কার্যক্রমে সবসময়েই কেমন যেন একটা গোপনীয়তার ভাব দেখা যায় সবকিছুতেই। এখানে সেরকম কোন কিছু নেই। ইউনিভার্সিটির প্রশাসন কীভাবে চলে তার সবকিছুই দেখানো হচ্ছে। ভিসির অফিস থেকে শুরু করে ক্লিনিং সার্ভিস পর্যন্ত সব আছে। ভর্তি পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, গ্রেডিং সিস্টেম, কোর্স ফি কোন্‌ কোন্‌ খাতে খরচ করা হয় সব তথ্য ছাত্রছাত্রী আর অভিভাবকদের জন্য উন্মুক্ত আজ। ক্যাম্পাস ট্যুরের ব্যবস্থা আছে এখানে। স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রছাত্রীরা দর্শকদের নিয়ে বিভিন্ন ফ্যাকালটিতে যাচ্ছে আবার নিয়ে আসছে। আছে হোস্টেল গুলোর প্রত্যেকটির অফিস প্রতিনিধি। ছাত্রছাত্রীরা হোস্টেলে থাকতে চাইলে কোন্‌ হোস্টেলে থাকবে তাও দেখে নিতে পারছে। এখানে হোস্টেল গুলো সাধারণত কলেজ নামে পরিচিত। মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির এই পার্কভিল ক্যাম্পাসে চৌদ্দটি আবাসিক কলেজ আছে।

উপস্থিত আছেন বেশ কিছু অস্ট্রেলিয়ান আর মালটিন্যাশনাল কোম্পানির প্রতিনিধি। তাঁরা দেখাচ্ছেন আগামী বছরগুলোতে দেশের চাকরীর বাজার কেমন হবে, কোম্পানিগুলো কোন্ কোন্ পোস্টে লোক নেবে, কেমন বেতন হবে, নিয়োগের জন্য তাদের কী কী বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে ইত্যাদি। বেশ ভালো লাগলো ভবিষ্যতের পথে এতোটা আলো মেলে দেয়ার জন্য। এবছর যারা ক্লাস টেনে আছে তারা দু'বছর পরে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে। তাদের জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছে। সে বছর কোন্ কোন্ কোর্স পড়ানো হবে, তারা পাস করে বেরোবার পরে আরো তিন চার বছর পরে ঐ কোর্সগুলোর চাকরীর বাজারে কেমন দাম থাকবে সব এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে একপ্রকার। জীবনের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমাদের মতো অন্ধকারে থাকতে হয় না এদেশের ছাত্রছাত্রীদের।

কমার্স এন্ড ইকোনমিক্স ফ্যাকালটিতে দেখলাম বিভিন্ন কোর্সের পাশাপাশি বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ছাত্রছাত্রীদের জন্য পার্টটাইম চাকরির অফার নিয়ে হাজির হয়েছেন। প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের কোর্স কো-অর্ডিনেটর হাসিমুখে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এবং পরবর্তী এক সপ্তাহের জন্য এপয়েন্টমেন্ট বুক করছেন যেন কোন প্রশ্নের উত্তর বা কোর্স সংক্রান্ত কোন আলোচনা বা পরামর্শ কেউ করতে চাইলে করতে পারে। তাছাড়া ইউনিভার্সিটির টোল-ফ্রি টেলিফোন নাম্বারে ফোন করেও তথ্য জেনে নেয়া যাবে। আর ইন্টারনেটে তো সব তথ্য আছেই।

বিকেল চারটায় কর্মসূচীর শেষ হলেও ডিপার্টমেন্ট বন্ধ হতে পাঁচটা বেজে গেলো। সন্ধ্যায় স্টাফ রুমে ডিসকভারি পার্টি। আমাদের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর কিথ নুজেন্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন। প্রচুর খাদ্য আর পানীয়ের ব্যবহার ও অপব্যবহার হচ্ছে। কেউ কেউ অহেতুক নাচার চেষ্টা করছে। কিসের আনন্দে এই নাচ তা ঠিক বোঝা না গেলেও জাস্ট নাচার আনন্দেই নাচছে তারা। আমি এক কোণায় একটা চেয়ারে বসে ইটালিয়ান পিৎজা চিবুতে চিবুতে ভাবছিলাম আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নিজের শিক্ষাজীবনের কথা। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরে ইউনিভার্সিটি গুলোতে ঠিক কী কী পড়ানো হয় তা না জেনেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়, মানে আশা করতে হয়। কোর্স সম্পর্কে আমাদের কোন পূর্ব-ধারণা থাকে না। বাংলাদেশের খুব ভালো ভালো ছাত্রছাত্রীরা বুয়েটের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার আকাশ ছোঁয়া বেড়া ডিঙাবার পরে যখন দেখে সে যা ভেবেছিলো তা নেই সেখানে, তখন চরম হতাশা ছাড়া ফিরে আসারও কোন পথ থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয় গুলো কি বছরের একটা দিনও খরচ করতে পারে না তাদের ভবিষ্যত ছাত্রছাত্রীদের জন্য? আমার অনার্স মাস্টার্স শিক্ষা জীবনে কোর্স কো-অর্ডিনেটর কী জিনিস জানতামও না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যত আগ্রহ ভরে দেশে নেবার এবং ব্যবহার করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়, আধুনিক যুক্তি বা প্রযুক্তির ব্যাপারে সেরকম কোন আগ্রহ আমাদের নীতি নির্ধারকদের নেই। আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা এরকম ভয়ংকর হয়ে উঠতো না দিনের পর দিন। আমরা কি চিরদিনই আমাদের ভবিষ্যতের উপর একটা অন্ধকারের কভার টেনে বসে থাকবো? ডিসকভার করবো না কিছুই? ফিরবো না আলোর দিকে কখনোই? আমার কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। উত্তর না থাকার যন্ত্রণা অসহ্য।